THE HUNGER PROJECT

বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০৩ | ১২ আগষ্ট২০২০ | প্রথম পাতা

প্রান্ত পরিক্রমা

অনলাইন বার্তা- ময়মনসিংহ অঞ্চল | উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ।

করোনা সংকট ঃ চকপাড়া গ্রামে সকলকে পারস্পারিক সহযোগিতার সূত্রে গেঁথেছে গ্রাম উন্নয়ন দল

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার কুষ্টিয়া ইউনিয়নের চকপাড়া গ্রাম। দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুসিত গ্রামটির মোট ৫৮০ টি পরিবার এর মধ্যে বড় অংশই দিন এনে দিন খায়। অনেকে ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়নগঞ্জের বিভিন্ন পোশাক তৈরি কারখানা ছাড়াও ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন কল কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কেউ পরিবহন শ্রমিক। এ কারনে গ্রামটি অজপাড়া গাঁয়ে হলেও এখানে করোনা ঝুঁকি ছিল অনেক বেশী। গ্রামের দরিদ্র অপ্রস্তুত মানুষগুলোর সামনে যখন করোনা আতংকটি এসে হাজির হয় তখন ভয়ংকর আতংকের মধ্যে অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে গৃহাশ্রয়ী হয়ে পরে। গ্রামের কার কি হবে না হবে তা নিয়েও ভাবার মতো অবস্থাটি আর থাকেনা। এ এক প্রচন্ড ভীতিকর পরিস্থিতি। অজানা এক শত্রুর আক্রমনের বিভীষিকায় অপ্রস্তুত মানুষগুলোর অসহায়ভাবে মুষড়ে পরা একটি জনপদ হয়ে যায় কুষ্টিয়ার চকপাড়া গ্রাম।

গ্রামের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণঃ

প্রতিটি গ্রামেই ঐ গ্রামটিকে জাগিয়ে তোলার একটি নিজস্ব শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। গ্রামের ঐ শক্তিটির অন্য কোন বিকল্প দিয়েই ঐ গ্রামের কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায়না। তবে ঐ শক্তিটি "ইন বিল্ট" থাকলেও এটি অনেকটা অগোছালো অবস্থায় বিরাজ করে। তাই ঐ শক্তিটাকে জাগানোর জন্য একটি স্টিমুলেশন বা প্রভাবক এর দরকার হয় যা ভিতরেরও হতে পারে আবার বাইরেরও হতে পারে। এ বিষয়টি কে উপলব্ধি করে গ্রামের আপন শক্তিতে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর উদ্যোগে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে ২০১৭ সালেই গ্রামের জনবান্ধব, আত্মপ্রত্যয়ী যুবক আসলাম হোসেন এর নেতৃত্বে ১৫ জন পুরুষ ও ৩ জন নারীকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি স্বেচ্ছা -ব্রতী প্লাটফর্ম যার নাম কুষ্টিয়া চকপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল। গ্রামের যে কোন সমস্যায় এ দলটিই হয়ে উঠেছিল শেষ ভরসাস্থল। অবশেষে করোনার এ মহাতংকের মধ্যেও এ গ্রাম উন্নয়ন দলটিই হয়ে উঠল সকলের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। মার্চ মাসের ২০ তারিখেই গ্রাম উন্নয়ন দলের যুগ্ম-সম্পাদক আসলাম এর তৎপরতায় ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন দল একটি সভা করতে সক্ষম হয়। সভায় দলের প্রত্যে -কেই এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন যে, যেহেতু চারদিকে ভয়াবহ আতংক তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের প্রবল সাহসিকতা প্রদর্শনের এটাই সময়। তাই তারা "আতংক নয় শৃঙ্খলা" এই বার্তা নিয়ে গ্রামের আরও মানুষ ও সমমনা সংগঠনের সদস্যদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সংকট মোকাবেলায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও সার্বিক সচেতনতা কার্যক্রমঃ

করোনা মহামারী থেকে সুরক্ষার একমাত্র পথই হলো সচেতন থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা প্রতিটি ঘরে ঘরে করোনা বিষয়ক সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সে মোতাবেক পাড়া ভিত্তিক দল গঠন করে বাড়ীবাড়ী সচেতন -তামূলক প্রচারনা চালাতে শুরু করে। মূলত নিয়ম মেনে বারবার হাত ধোয়া, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়া এবং যেতে হলেও অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা কার্যক্রম চলতে থাকে। গ্রাম উন্নয়ন দলের বেলা -য়েত হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন, মোঃ শামীম মিয়া, তাসলিমা বেগম, শফিকুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল হালিম, আমিরুদ্দিন সরকার (সাবেক ইউপি সদস্য), মাস্টার সোহেল রানা, সিদ্দিক হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, এনামুল হক, সিরাজুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন আতিক, সেলিনা নাজনীন, আল উল্লাহ মাসুদ এবং সাবেক মেম্বার মাজেদা বেগম মুক্তার সাহসী স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগে গোটা গ্রামে প্রায় ২০ টি উঠান বৈঠক, ৪০টি স্থানে হাত ধোয়া প্রদর্শণী করা ছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে দেয়া লিফলেট রাস্তায় চলাচলরত প্রতিটি মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়।

গুজব, অপপ্রচার ও ভ্রান্ত চিকিৎসা পদ্ধতি মোকাবেলাঃ

করোনা সংকটে যে বিষয়টি অত্যন্ত বিব্রতকরভাবে সামনে এসে এ সংকটকে বহুগুনে তীব্র করে তুলেছে তা হলো করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন

ঘরের বাইরে মাস্ক পড়া অত্যাবশ্যক, মাস্ক না পরলে জরিমানা হতে পারে।

অপ-প্রচার, ভ্রান্ত চিকিৎসা পদ্ধতি এবং বিভিন্নমুখী গুজব। মূলত ধর্ম এবং গ্রামের কিছু অসচেতন মুরুব্বীদের সামনে রেখে এ অপপ্রচারগুলো চালানো হয়। বিষয়গুলো করোনা সংকটকে আরও জটিল এবং করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও বাধাগ্রস্থ করছিল। আসলাম হোসেন এবং তাদের সংগঠন আলোর প্রয়াস এর ১০ জন সদস্য, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য এবং মসজিদের ঈমাম এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সাথে নিয়ে এ অপপ্রচার প্রতিহত করেন। মসজিদের মাইক থেকে করোনা বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধিগুলো প্রচার করা হয় এবং অপপ্রচারের বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে সতর্ক করে দেয়া হয়।

কোয়ারান্টাইন নিশ্চিতকরণঃ

সরকার গার্মেন্টস ও অন্যান্য অফিসগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে যখন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও অন্যান্য এলাকা থেকে শ্রমজীবী মানুষ গুলো নিজ গ্রামে ঢুকে পরে তখন ভিন্ন এক পরিস্থিতির সুত্রপাত হয়। তারা এ গ্রামেরই মানুষ তাই তাদেরকে তেমন কিছু বলাও যাচ্ছেনা অন্যদিকে তারাই করোনা সংক্রমনের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তাই তাদেরকে উন্মুক্তভাবে ছেড়েও দেয়া যাচ্ছিল না। এমন একটা উভয় সংকট পরিস্থিতিতে গ্রাম উন্নয়ন দল বুদ্ধিমত্তার সহিত এলাকার মুরুব্বী, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন কোভিড-১৯ প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় মোট ৪ জন যুবকের কোয়ারান্টাইন নিশ্চিত করেন ও গ্রামের সকল প্রবেশ পথে লক ডাউনও নিশ্চিত করা হয়।

সম্পাদক: জয়ন্ত কুমার কর
নির্বাহী সম্পাদক: খায়রুল বাশার
কৃতজ্ঞতায়: সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, এ.এন .এম .নাজমুল হোসাইন, পলাশ কান্তি পাল
তথ্য সহায়তা: সেলিনা আক্তার
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট -বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ অঞ্চল।

THE HUNGER PROJECT

বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০৩ | ১২ আগষ্ট২০২০

প্রান্ত পরিক্রমা

অনলাইন বার্তা- ময়মনসিংহ অঞ্চল | উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় পাতা

কোভিড-১৯ সম্পর্কে অপতথ্য ও অপপ্রচার এড়িয়ে চলুন

বিপন্ন জনগনের পাশে গ্রাম উন্নয়ন দল ঃ

চকপাড়া গ্রামের মানুষগুলো এমনিতেই খুবই দরিদ্র। অনেকেই দিন এনে দিন খাওয়া শ্রমিক। করোনা সংকটে তাদের রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা প্রায় দিশেহারা হয়ে যায়। অনেকেরই জীবনে কোনদিন কারো কাছে হাত পাতার অভিজ্ঞতা নাই। সহায় সম্বলহীন এ মানুষগুলো এক সংঘাতিক বিপন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়। এ বিপন্ন মানুষগুলোকে কোন মতে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন দল এগিয়ে আসে এবং মোঃ আসলাম হোসেন এর তৎপরতায় আলোর প্রয়াস সংগঠনও এগিয়ে আসে। তাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রাম উন্নয়ন দলের উদ্যোগে তালিকাকৃত গ্রামের ৬০টি হতদরিদ্র, কর্মহীন পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আটা, চিনি, পেঁয়াজ, আলুসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপন্য সহযোগিতা করা হয়। এ ছাড়াও দরিদ্রদের মাঝে প্রায় ১০০০ সাবান, ১৫০০টি মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরন করা হয়।

গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়াঃ

কুষ্টিয়া চকপাড়া গ্রামের প্রায় সকল মানুষই করোনা মহামারীর এ আতংকের মধ্যেও গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাব্রতীদের বিভিন্ন তৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছে। গ্রামের বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে যে ভাবে গ্রাম উন্নয়ন দল দাড়িয়ে তাদের কে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে তা এখন গ্রামবাসীদের প্রত্যকের মুখে মুখে। গ্রামের সাধারন মানুষ মনে করেন গ্রাম উন্নয়ন দলের এ কর্মকান্ডের কারনেই তাদের গ্রাম অদ্যবধি করোনা সংক্রমনমুক্ত রয়েছে। তারা এ দুঃসময়ে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ এর আগে এমনভাবে আর দেখেন নাই। গ্রামের এ স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে তারা গর্ব করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে পারলে আনন্দিত হবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

চলমান রয়েছে গ্রামবাসীর মাঝে করোনা সহিষ্ণু অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগঃ

করোনা ভাইরাস সংক্রমনের প্রায় ৫ মাস মাস পরও এর ভয়বহতা কমছে না বরং মানুষের স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে না মানার সুযোগে এটি আরও জটিল রূপ ধারণ করছে এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটে পরিনত হচ্ছে। তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে সকলের মাঝে করোনা সহিষ্ণু অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগ পরিচালনা করা হচ্ছে। একদিকে করোনার ক্ষতি পুষিয়ে উঠার লক্ষে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে গ্রামের উঠানে সরকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় বসতবাড়ীতে কৃষি এবং নারীবান্ধব কৃষির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দ্রুত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি ফিলানথ্রোপির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন পুষ্টিকর,খনিজ লবন সমৃদ্ধ শাকসবজীর বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। সেই সাথে কোভিড-১৯ এর বর্তমান অবস্থা,এর গতিপ্রকৃতি, শারীরীক দূরত্ব ও মাস্ক পরার গুরুত্ব বিষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম -গুলোও ব্যাপকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। করোনা সংকটের আড়ালে সমাজে বাল্য -বিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা, কন্যাশিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রমগুলো নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে।

" আমরা দেখেছি একমাত্র নিজেরা এগিয়ে আসলেই নিজেদের সমস্যার সমাধান হয় "-আসলাম হোসেন

করোনা সংকট কে মোকাবেলায় চকপাড়া গ্রামটি যে ভাবে জেগে উঠেছে তার সুফলও গ্রামবাসী পেয়েছে। গ্রামটিতে বিভন্ন কারনে করোনা সংকটের প্রবল ঝুঁকি থাকার পরেও এখনো পর্যন্ত গ্রামটি করোনামুক্ত রয়েছে। গ্রামবাসিরা মনে করেন এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র গ্রাম উন্নয়ন দলের সক্রিয় স্বেচ্ছাব্রতীদের সময়োপযোগী সাহসী পদক্ষেপের কারনে। এটাও দেখা গেছে আশেপাশের অনেক গ্রামে যেখানে এমন কোন পদক্ষেপ নেয়ার কোন সংগঠিত শক্তি ছিলনা সেখানে অনেকেই যেমন আক্রান্তও হয়েছে তেমনি এর বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত প্রতিরোধও গড়ে উঠেনি। গ্রামের যারা দেখেছেন এবং জেনেছেন তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন গ্রাম উন্নয়ন দল পরিচালিত এ স্বে"ছাব্রতী জনবান্ধব উদ্যো -গগুলোর কারনেই চকপাড়া গ্রামটি আজো সুরক্ষিত। আর এ বিশাল কার্যক্রমটি পরিচালনায় নেপথ্যে থেকে যিনি সার্বিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে -ছেন তিনি হলেন গ্রাম উন্নয়ন দলের যুগ্ম সম্পাদক আসলাম হোসেন। আসলাম হোসেন মনে করেন করোনার এ ভীষণ আতংকের মধ্যে প্রবল সাহসিকতা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো বাইরে থেকে আসা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষকে নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে একটি গ্রামকে জাগিয়ে তোলার জন্য যখন গ্রামবাসী নিজেরাই এগিয়ে আসে কেবলমাত্র তখনই গ্রামের যে কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয় এবং করোনা প্রতিরোধে গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধও সেই সত্যকে আরেকবার প্রমান করলো।

সবাই মিলে শপথ করি, করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ি